দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

কে হচ্ছেন উপাচার্য ?

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান তীব্র উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যেও এখন ছাত্র-শিক্ষকদের প্রধান আলোচ্য বিষয়- কে হচ্ছেন ঢাকা

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

কে হচ্ছেন

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের সিনিয়র শিক্ষকদের মধ্যে এ পদ লাভের জন্য ইতোমধ্যে লবিং গ্রুপিং শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডারের ১১ (২) ধারা অনুযায়ী চ্যান্সেলর (রাষ্ট্রপতি) একজনকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দান করবেন। পরবর্তীতে তিনমাসের মধ্যে সিনেট সদস্যদের ভোটে তিনজনের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচিত হবে। এই তিনজনের মধ্যে থেকে একজনকে উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হবে।

গত শনিবার দুপুর সোয়া ১২ টায় অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ পদত্যাগ করার পর থেকে এ পদটি খালি রয়েছে। জানা গেছে, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে থাকলেও এ পদে নিয়োগ সরকারের ইচ্ছায়ই হবে। প্রধানমন্ত্রী উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি সরাসরি নিজে দেখছেন বলে জানা গেছে। তিনি আপাতত কোন কট্টরপন্থী শিক্ষককে এ পদে নিয়োগ দিতে চাচ্ছেন না। বিএনপি যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে জিয়া পরিষদের সদস্যদের নিয়োগ দিয়ে পদটি দলীয়করণ করেছিল বর্তমান সরকার তা চাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি খোঁজা হচ্ছে এ পদে নিয়োগ দানের জন্য। সে হিসাবে প্রথমেই নাম এসেছে ইংরেজীর অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও বাংলার অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের। এছাড়া আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থক 'নীল দলের' শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক ডঃ মসিহুজ্জামান, অধ্যাপক এটিএম জহিরুল হক, অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম প্রমুখের নামও সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছে। আজ সোমবারের মধ্যেই নতুন কাউকে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।